

৭০.মুজাহিদদের সহায়তার উদ্দেশ্যে জাল নোট তৈরির বিধান

প্রশ্ন: জিহাদের সহায়তার জন্য জাল নোট তৈয়ার করা কি জায়েয?

উত্তর: নোট জাল করা কোন অবস্থাতেই বৈধ নয়- চাই তা জিহাদের সহায়তার জন্য হোক বা অন্য কোন কিছুর জন্য হোক; আর্থিক লেনদেন কাফেরদের সাথে হোক বা মুসলমানদের সাথে হোক। কেননা, মুআমালায় প্রতারণা না করা অত্যাবশ্যক। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ}

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা চুক্তিসমূহ পূর্ণ কর।” (মায়েরা: ১)

এ নির্দেশ কাফের-মুসলিম সকলের ব্যাপারেই এসেছে।

এমনিভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ বাণীও সকলের বেলায় প্রযোজ্য,

“যে প্রতারণা করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।”

তাছাড়া আল্লাহ তাআলা পবিত্র। তিনি পবিত্র জিনিস ব্যতীত কবুল করেন না। বরং এসব জাল নোট যার হাতে যাবে, তার জন্য দ্বিতীয় বার তা কোন মুআমালায় লাগানো বা দান-সদকা করা হালাল হবে না। কেননা, এর মাধ্যমে মুসলমানদের ধোঁকা দেয়া হবে এবং তাদের ক্ষতি করা হবে। বরং এসব নোট থেকে বাজার মুক্ত করা মুসলমানদের জন্য আবশ্যিক। হযরত ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, তিনি ভেজাল মুদ্রা ভেঙে ফেলতেন। তখন তিন বাইতুল মালের দায়িত্বে ছিলেন।

জাল নোট তৈরির দ্বারা ভেজাল লেনদেনের সৃষ্টি হবে, যার কারণে মুসলমানদের বাজার ও তাদের মুদ্রামান ক্ষতির শিকার হবে। বরং এসব মুদ্রা অন্যদের কাছে থেকে মুজাহিদদের হাতে পড়লে অনেক সময় স্বয়ং মুজাহিদরাই ক্ষতির শিকার হবে। তাছাড়া মুজাহিদরা যখন মুসলমানদের সাথে এসব মুদ্রার লেনদেন করবে, তখন মুসলমানদের নিকট মুজাহিদদের যে বদনাম হবে, তা তো আছেই। যাহোক, এই হল কথা। আর

আল্লাহ তাআলাই তাওফিকদাতা।

উত্তর প্রদানে: আবুল ওয়ালিদ আলমাকদিসি

সদস্য: মিস্বারুত তাওহিদ

২৪/১২/২০০৯ ইং